বাইবেলের সার-সংক্ষেপ

Bible Brief Narrative

Teacher's Copy

অনুবাদ :
মিসেস পূর্ণিমা দীপু বৈদ্য
সমন্বয় ও সম্পাদনা
মি: এডুইন দুলাল সরকার

প্রকাশনা
লিটারেচার ফর লাইফ
৪৫/৪/এ সেনপাড়া, পর্বতা, মীরপুর-১০, ঢাকা।

ইলেকট্রনিক প্রকাশনা আকারে এই প্রকাশনাটি যাতে সর্বসাধারণে বিনামূল্যে পেতে পারে এবং যেন অলাভজনক ভাবে ব্যবহার করতে পারে সেজন্য পুস্তকটির নিবন্ধনকৃত গ্রন্থ স্বত্বাধিকারী পুস্তকটি ছাপানোর অনুমতি বিশেষ ভাবে প্রদান করেছেন। অনুগ্রহপূর্বক ইমেলের মাধ্যমে মন্তব্য পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় ঃ (bibilebrief@sbcglobal.net) এবং অনুবাদসমূহ পাঠিয়ে যাতে তা অনুমোদন করা যায় এবং http://2008biblebrief.com/ ওয়েব সাইটে সেগুলো বিনামূল্যে বিতরণের জন্য স্থাপন করা যায়। এ বইটি এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যাতে সম্পূর্ণ বাইবেলের উপর একটি ধারণা তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রতিজ্ঞা এবং ভবিষ্যদ্বণীর জন্য এতে রয়েছে তথ্যপূর্ণ হাইপারলিংক, সময়ের উলেখ, মানচিত্র, চার্ট এবং সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ। বাইবেল থেকে অনেক বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যাতে সবকিছু উপস্থাপিত হয়। ওয়েবসাইটটি নির্দিষ্ট সময় পর পর সংশোধন করা হয় এবং সময়োচিত সংস্করণ প্রকাশ করা হয় এবং পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে নূতন সাজে উপস্থাপন করা হয়।

অক্টোবর ২, ২০০৯ সংস্করণ (ইংরেজী)
বাংলা ২০১০ সংস্করণ

এই প্রকাশনা সর্বসাধরণ বিনামূল্যে http://2008biblebrief.com/ ইন্টারনেট ওয়েব সাইটে পেতে পারেন।

২০০৮ বাইবেলের সার-সংক্ষেপ

গ্রন্থস্বত্ব (©) ২০১০ স্টিফেন এফ ক্রসটুলেভিচ, বাংলায় প্রথম মুদ্রণ অক্টোবর ২০১০

প্রথম মুদ্রণ ২০১০ লিটারেচার ফর লাইফ (দি কোর লিমিটেড-এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান),
ইউ, এস, এ এবং ইউ, কে এবং অন্যন্য দেশে মুদ্রিত

এই প্রকাশনাটি পেশাদারিভাবে সীমাবদ্ধ আকারে মুদ্রিত এবং প্রকাশনাটি পাবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন জানাতে পারেন ঃ
http://lulu.com/
Lulu's Marketplace এই শিরোনামে এই প্রকাশনাটি অতি সহজে খোঁজ করুন।

সূচীপত্র

অধ্যায়সমূহ		পৃষ্ঠা
বাইবেলের পুস্তকসমূহের শব্দ সংক্ষেপ		৩
বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাখ্যা		৪
ভূমিকা		৫
১. বাইবেলের অন্যন্য বৈশিষ্ট্য যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করা		
	অসাধারণ দাবীসমূহ	৬
	ভবিষ্যতবাণীর পূর্ণতা	৭
	প্রত্নতত্ত্ব এবং প্রাচীন উৎসসমূহ	৯
	সুসমাচারসমূহ	১০
২০০৮ বাইবেলের সার-সংক্ষেপে কিভাবে বাইবেলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার সংপ্তি এবং সাধারণ বর্ণনা।		১১
২। পুরাতন নিয়ম		
(১০ মিনিট) প্রথম অধ্যায়	সৃষ্টির শুরু	১২
	গোষ্ঠীপ্রধানগণ	১৩
(১০ মিনিট) দ্বিতীয় অধ্যায়	যাত্রা	১৫
	বিচারকর্ত্তৃগণ	১৮
(১০ মিনিট) তৃতীয় অধ্যায়	সংযুক্ত ইস্রায়েলীয় রাজ্য	২০
(২৫ মিনিট) চতুর্থ অধ্যায়	দক্ষিণ যিহূদা ও উত্তর ইস্রায়েলের বিভক্ত রাজ্যসমূহ	২৫
(১০ মিনিট) পঞ্চম অধ্যায়	টিকে থাকা যিহূদা রাজ্য ও অসরীয়াতে ইস্রায়েলীয়দের বন্দীদশা	৩৩
(১০ মিনিট) ষষ্ঠ অধ্যায়	বাবিলে যিহূদীদের বন্দীদশা	৩৭
(১০ মিনিট) সপ্তম অধ্যায়	যিহূদীদের যিহূদায় ফিরে আসা এবং পারস্যে বন্দীদের টিকে থাকা	৪১
	যীশু এবং তাঁর শিষ্যদের সম্পর্ক	৪৫
৩। নূতন নিয়ম		
(২৫ মিনিট) অষ্টম অধ্যায়	অভিষিক্ত যীশুর প্রাথমিক কার্যাবলী	৪৬
	বৃহত্তর গালীলে যীশু খ্রীষ্টের পরিচর্যা	৪৭
	যীশু খ্রীষ্টের পরবর্তী পরিচর্যা	৫১
(২০ মিনিট) নবম অধ্যায়	যীশু খ্রীষ্টের বিচার ও ক্রুশারোপণের সময়কালীন ঘটনাসমূহ	৫৬
	যীশু খ্রীষ্টের পুণরুত্থান ও স্বর্গারোহন	৬২
(১৫ মিনিট) দশম অধ্যায়	প্রেরিতদের প্রাথমিক কার্যাবলী	৬৪
	পৌলের প্রথম প্রচার যাত্রা	৬৮
(১৫ মিনিট) একাদশ অধ্যায়	পৌলের দ্বিতীয় প্রচার যাত্রা	৬৯
	পৌলের তৃতীয় প্রচার যাত্রা	৭১
	রোমে পৌলের প্রথম বন্দীদশা	৭৪
(২০ মিনিট) দ্বাদশ অধ্যায়	পিতর ও পৌলের সাক্ষমর হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রেরিতদের পরবর্তী কার্যাবলী	৭৬
	রোমীয়দের যিরুশালেম আক্রমণের সময় থেকে যোহনের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত খ্রীষ্টিয়ানরা	৭৯

বাইবেলের পুস্তকসমূহের শব্দ সংক্ষেপ

পুরাতন নিয়ম (পুনি)

পুস্তক এবং শব্দ সংক্ষেপ		শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য
আদিপুস্তক	আদি	প্রাথমিক বিবরণ
যাত্রাপুস্তক	যাত্রা	আদি বিবরণ
লেবীয় পুস্তক	লেবী	আদি বিবরণ
গণনা পুস্তক	গণনা	আদি বিবরণ
দ্বিতীয় বিবরণ	দ্বিবি	আদি বিবরণ
যিহোশূয়	যিহো	জাতির ইতিহাস
বিচারকর্ত্তৃগণ	বিচার	জাতির ইতিহাস
রূত	রূত	জাতির ইতিহাস
১ শমূয়েল	১ শমূ	জাতির ইতিহাস
২ শমূয়েল	২ শমূ	জাতির ইতিহাস
১ বংশাবলি	১ বংশা	জাতির ইতিহাস
২ বংশাবলি	২ বংশা	জাতির ইতিহাস
ইস্রা	ইস্রা	জাতির ইতিহাস
নহিমিয়	নহি	জাতির ইতিহাস
ইষ্টের	ইষ্টের	জাতির ইতিহাস
ইয়োব	ইয়োব	জ্ঞানমূলক সাহিত্য
গীতসংহিতা	গীত ৫টি বই	জ্ঞানমূলক সাহিত্য
হিতোপদেশ	হিতো	জ্ঞানমূলক সাহিত্য
উপদেশক	উপ	জ্ঞানমূলক সাহিত্য
শলোমনের	পরমগীত পরমগীত	জ্ঞানমূলক সাহিত্য
যিশাইয়	যিশা	পুনি ভাববাদী (পুরাতন নিয়মের ভাববাদী)
যিরমিয়	যির	পুনি ভাববাদী
যিরমিয়ের বিলাপ	বিলাপ	পুনি ভাববাদী
যিহিস্কেল	যিহি	পুনি ভাববাদী
দানিয়েল	দানি	পুনি ভাববাদী
হোশেয়	হোশেয়	পুনি ভাববাদী
যোয়েল	যোয়েল	পুনি ভাববাদী
আমোষ	আমোষ	পুনি ভাববাদী
ওবদিয়	ওব	পুনি ভাববাদী
যোনা	যোনা	পুনি ভাববাদী
মীখা	মীখা	পুনি ভাববাদী
নহূম	নহূম	পুনি ভাববাদী
হবক্কূক	হবক	পুনি ভাববাদী
সফনিয়	সফ	পুনি ভাববাদী
হগয়	হগয়	পুনি ভাববাদী
সখরিয়	সখ	পুনি ভাববাদী
মালাখি	মালা	পুনি ভাববাদী

নূতন নিয়ম (নূনি)

পুস্তক এবং শব্দ সংক্ষেপ		শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য
মথি	মথি	যীশুর সুসমাচার
মার্ক	মার্ক	যীশুর সুসমাচার
লূক	লূক	যীশুর সুসমাচার
যোহন	যোহন	যীশুর সুসমাচার
প্রেরিতদের কার্য্য	প্রেরিত	প্রেরিতদের কাজ
রোমীয়	রোমীয়	পত্র
১ করিন্থীয়	১ করি	পত্র
২ করিন্থীয়	২ করি	পত্র
গালাতীয়	গালা	পত্র
ইফিষীয়	ইফি	পত্র
ফিলিপীয়	ফিলি	পত্র
কলসীয়	কলসি	পত্র
১ থিষলনীকীয়	১ থিষ	পত্র
২ থিষলনীকীয়	২ থিষ	পত্র
১ তীমথিয়	১ তীম	ব্যক্তিগত পত্র
২ তীমথিয়	২ তীম	ব্যক্তিগত পত্র
তীত	তীত	ব্যক্তিগত পত্র
ফিলীমন	ফিলী	ব্যক্তিগত পত্র
ইব্রীয়	ইব্রী	পত্র
যাকোব	যাকোব	পত্র
১ পিতর	১ পিত	পত্র
২ পিতর	২ পিত	পত্র
১ যোহন	১ যোহ	পত্র
২ যোহন	২ যোহ	পত্র
৩ যোহন	৩ যোহ	ব্যক্তিগত পত্র
যিহূদা	যিহূদা	পত্র
প্রকাশিত বাক্য	প্রকা	নূনি ভাববাদী

১. আদি বিবরণ--- এগুলো গোষ্ঠীপ্রধানগণের কথা এবং মোশীর ব্যবস্থা।
২. জাতির ইতিহাস --- এগুলো যিহোশূয়, বিচারকর্ত্তৃগণ, রাজাবলী, বন্দীদশা এবং যিহূদীদের ফিরে আসা।
৩. জ্ঞানমূলক সাহিত্য--- এগুলো জীবন, যাতনা ভোগ, উত্তম জীবনযাপন, প্রেম, সঙ্গীত এবং প্রার্থনা সর্ম্পকে উপদেশ।
৪. পুরাতন নিয়মের ভাববাদী--- এগুলো পুরাতন নিয়মের সাহিত্যিক ভাববাদীগণের রচনাবলীর বিবরণ।
৫. যীশুর সুসমাচার--- এগুলো যীশু খ্রীষ্টের জীবনের উত্তম কার্য্য এবং শিক্ষাসমূহের বিবরণ।
৬. প্রেরিতদের কার্যাবলী---এটি যোহন থেকে শুরু করে পৌলের কারাবাস পর্যন্ত প্রেরিতদের কাজের বিবরণ।
৭. পত্র ---এগুলো খ্রীষ্টিয় শিষ্যবর্গের বিভিন্ন দলের নিকট লিখিত উপদেশমূলক চিঠি।
৮. ব্যক্তিগত চিঠি --- এগুলো নির্দিষ্ট নেতাদের কাছে লিখিত উপদেশমূলক চিঠি।
৯. নূতন নিয়মের ভাববাদী ---ঈশ্বরের নিকট হতে যীশুর কাজে প্রকাশিত বাক্য যা ভবিষ্যৎবাণী এবং প্রতীকীভাবে লেখা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাখা

+ সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে প্রথমবার কোন নাম উল্লেখ করার সময় নিচে দাগ দেয়া হয়েছে এবং বোল্ড অক্ষরে লেখা হয়েছে এবং কখনও কখনও বন্ধনীর মধ্যে তাদের অর্থগুলো দেয়া হয়েছে, যেমন ঃ **আব্রাহাম (বহু জাতির পিতা)।**
+ ভবিষ্যৎবাণীগুলো লাল রংয়ের বোল্ড ইটালিক অক্ষরে লেখা হয়েছে, যেমনঃ ***মানুষের তৈরী নয় এমন একটি তরবারি দ্বারা অশুরিররা হত হবে*** এবং ভবিষ্যৎবাণীগুলোর পূর্ণতা লাল রংয়ের সাধারণ ইটালিক অক্ষরে লেখা হয়েছে, যেমন ঃ *অশুরিয়রা যিহূদা আক্রমন করে এবং একজন স্বর্গদূত তাদের ১৮৫,০০০ জনকে হত্যা করেন।*
+ ত্রাণকর্তার বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণীগুলো লাল রংয়ের বোল্ড ইটালিক অক্ষরে লেখা হয়েছে এবং নীচে দাগ দেয়া হয়েছে, যেমনঃ ***সিয়োনের রাজা একটি গাধার পিঠে চড়ে আসবেন,*** এবং ভবিষ্যৎবাণীগুলোর পূর্ণতা লাল রংয়ের সাধারণ ইটালিক অক্ষরে লেখা হয়েছে এবং নীচে দাগ দেয়া হয়েছে, যেমন ঃ *যীশু একটি গাধার পিঠে চড়ে যিরুশালেমে প্রবেশ করেন।*
+ প্রতিজ্ঞাগুলো বেগুণী রংয়ের বোল্ড ইটালিক অক্ষরে লেখা হয়েছে এবং নীচে দাগ দেয়া হয়েছে, যেমন ঃ ***যিহূদীরা ঈশ্বরের অন্বেষণের বিষয়ে মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করে।***
+ গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিকাল এবং প্রধান ধারাগুলো বেগুণিরংয়ের বোল্ড অক্ষরে (কখনও কখনও গুরুত্বারোপ করার জন্য নিচে দাগ দেয়া হয়েছে) লেখা হয়েছে, যেমনঃ **কিন্তু তারপর ইস্রায়েলের লোকেরা কণানীয়দেরকে ক্রীতদাস হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করে।**
+ যিহূদা রাজ্যের রাজাদের পরিচয়ের সময় নীল রংয়ের অক্ষরে লেখা হয়েছে, যেমন ঃ উষিয়ের পুত্র **যোথমকে** তার পঁচিশ বছর বয়সে যিহূদার রাজা করা হয় এবং তিনি ১৬ বছর রাজত্ব করলেন। তিনি উত্তম জীবন-যাপন করতেন এবং ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতার কারণে শক্তি খুঁজে পান।
+ ইস্রায়েল রাজ্যের রাজাদের পরিচয়ের সময় সবুজ রংয়ের অক্ষরে লেখা হয়েছে, যেমনঃ অম্রির পুত্র **আহাবকে** ইস্রায়েল রাজ্যের রাজা করা হয় এবং তিনি ২২ বছর রাজত্ব করেন। অন্যদের চেয়ে তিনি অনেক বেশী প্রকাশ্যে মন্দ কাজ করতেন এবং নূতন নূতন মূর্তির প্রচলন করেন।
+ যীশুর এবং যিহুদী নেতাদের মধ্যকার বিবাদ খয়েরি রংয়ের অক্ষরে লেখা হয়েছে, যেমনঃ ফরিশীরা বিশ্বাসীদেরকে উপাসনালয় থেকে বহিষ্কার করে।
+ নূতন নিয়মের বিশেষ বিশেষ সময়কে অর্থাৎ গালীলে যীশুর মহান পরিচর্যা কাজকে, ক্রুশারোপণের দিনকে এবং পৌলের তিনটি প্রচার যাত্রাকে নীল এবং সবুজ রং দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে।
+ বাইবেলের বিভিন্ন অধ্যায়কে অথবা পুস্তককে দ্বিগুণ পরিলেখ দ্বারা বেষ্টিত খয়েরি রংয়ের বক্সের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে ঃ

৩৩১ যোহনের তৃতীয় চিঠি (আতিথেয়তা) গায়ঃ এবং দীমীত্রিয় অন্য শিষ্যদেরকে সাহায্য করতেন, তারা দিয়ত্রিফিয়ের মত ছিলেন না।

+ ইন্টারনেট সাইটের হাইপারলিংকগুলোকে নীল রংয়ের বক্সে রাখা হয়েছে। (সর্বশেষ সংস্করণ পি,ডি,এফ ভার্সনে হালনাগাদ করে তা http://2008biblebrief.com/ সাইটে পোষ্ট করা হয়)

হাইপারলিংক-ঈশ্বরের ব্যাক্তিগত নাম যিহোবা
http://www.newadvent.org/cathen/08329a.htm

+ বাইবেলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ধুসরবর্ণের বক্সের মধ্যে লেখা হয়েছে ঃ

মানুষের আয়ুষ্কাল (আদি ৩, ৫, এবং গীত ৯০)
এদনের পরে নোহের সময়মত মানুষের আয়ুষ্কাল ছিল ১০০০ বছর এবং তা কমতে কমতে মোশীর সময়ে এসে হল ১০০ বছর"

+ বাইবেলের প্রধান প্রধান শিক্ষাগুলো সোনালী রংয়ের বক্সের মধ্যে লেখা হয়েছে।

খ্রীষ্টিয় বাপ্তিস্ম (১ পিতর ৩, মথি ২৮, প্রেরিত ১৬)
ঈশ্বরের সম্মুখে একটি পরিস্কার মন নিয়ে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মাধ্যমে নিজেকে তুলে ধরা।

+ সময় সীমাগুলো খ্রীষ্টপূর্ব ১০৫০ থেকে ১০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত, এই সময়সীমার সাথে এক দশকের কম অথবা বেশী সময় যোগ করা যেতে পরে। এই সংখ্যা হল একজন রাজা, ভাববাদী, প্রেরিত ইত্যাদি হিসেবে একজন ব্যাক্তির সময়কাল। অনেক রাজা রাজত্বলাভের পূর্বে তাদের পিতার সাথে সহকারী শাসনকর্তা হিসেবে কাজ করে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, এবং বাইবেলে যে কোন একটি সময়কে শুরু করার সময় ধরে তাদের রাজত্বের বছরগুলোকে উল্লেখ করা হয়েছে, নূতন নিয়মে চিকন দাগের বক্সগুলোতে সেসব সময়কালকে দেখানো হয়েছে তা এ সময়সীমার অন্তর্গত।
+ প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের শেষে পুরাতন ও নূতন নিয়মের বিভিন্ন অধ্যায়ের উল্লেখ করা হয়েছে।
+ প্রত্যেকটি মানচিত্রের উপরের দিক হল উত্তর দিক।

ভূমিকা

পবিত্র বাইবেলে লিখিত ঈশ্বরের সব প্রতিজ্ঞার শুরু এবং শেষ হয় বিস্ময়কর দেশ তুরস্কে। তুরস্কের প্রাচীন নগরী হারোণে ঈশ্বর সর্ব প্রথম অব্রাহামকে বলেছিলেন যে তিনি তার বংশ থেকে এক মহাজাতি উৎপন্ন করবেন যেন পৃথিবীর সকল লোককে তিনি আশীর্বাদ করতে পারেন (আদি ১২)। আর এই প্রতিজ্ঞাটিকে নূতন নিয়মের গালাতীয় পুস্তকের ৩:৮ পদে বলা হয়েছে- ঈশ্বরের শুভসংবাদ (সুসমাচার)। এছাড়া সিরিয়ার কাছে প্রাচীন দক্ষিণ তুরস্কের আন্তিয়খিয়া শহরে যীশুর শিষ্যগণকে সর্বপ্রথম "খ্রীষ্টিয়ান" বলে আখ্যয়িত করা হয় (প্রেরিত১১)। তুরান্নের (Tyrannus) বিদ্যালয়ে দুই বছর শিক্ষাদান করার ফলে তুরস্কের সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলে একটি স্থায়ী খ্রীষ্টিয় সমাজ স্থাপিত হয় (প্রেরিত ১৯) এবং এ সমাজটি ছিল সেই সমাজ যার কথা যীশু তাঁর পুনরুত্থানের পরে (প্রকাশিত ২:৩) নূতন নিয়মে তাঁর সর্বশেষ বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। এছাড়া প্রাচীন তুরস্কে ইফিষ নামে আর একটি নগরী ছিল যেখান থেকে প্রেরিত যোহন বাইবেলের সর্বশেষ পুস্তক, যোহন সুসমাচার লিখেন। এবং সেখানে শিষ্যদের নিয়ে যান এবং বাইবেলের আরও কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তি যেমন তীমথীয়, আপল্লো, আক্কিল্লা এবং প্রিষ্কিল্লা সেখানে বাস করতেন।

২০০৮ বাইবেলের সার-সংক্ষেপ এই নবসংস্করণে ৮২ পৃষ্ঠার একটি পরিলেখ যুক্ত করা হয়েছে যা উপস্থাপনের জন্য উপকারী, এবং প্রজেক্টরে ব্যবহারের জন্য পাওয়ার পয়েন্টর স্লাইডগুলো http://2008biblebrief.com/ সাইট থেকে বিনামূল্যে পাওয়া সম্ভব।

এই বইয়ের উদ্দেশ্য বাইবেলের বিভিন্ন ঘটনাসমূহ এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে সব ধরণের পাঠক সহজেই তা ধরতে পারে। এজন্য এটি স্লাইড প্রদর্শন ফরমেটে তৈরী করা যার সাথে আছে সময়কাল, মানচিত্র, চার্ট, বাইবেলের উদ্ধৃতি এবং হাইপারলিংক যা পাঠকদের বুঝতে আরও বেশি সাহায্য করবে। প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের শেষে এবং চার্টের উপর বাইবেলের উদ্ধৃতি দেয়া আছে যা বেশি কিছু পাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যাহোক, যা কিছু অর্জিত হয়েছে, তা পুরো বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত সাধারণ বর্ণনা। উপলব্ধি করতে সাহায্য করার জন্য ঘটনাগুলো কালক্রমানুসারে ভবিষ্যদ্বাণী, প্রতিজ্ঞা, প্রধান প্রধান বিষয় এবং বিশেষ বিশেষ সময়কাল উল্লেখ করে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাইবেলের পুরাতন এবং নূতন নিয়মের পুস্তকগুলো সাজানো হয়েছে, যেমন তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখা যায়। যেন সরাসরি বাইবেল থেকে পড়ার মত উপলব্ধি হয়। আর এভাবেই বইটি আপনাকে সেগুলোর ঐতিহ্যগত এবং ভৌগলিক পটভূমির একটি উত্তম চিত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারে।

২০০৮ বাইবেলের সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বর্ণনায় যিহোবা নামটি ব্যবহার হয়েছে। বাইবেলে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত এই নামটি পাওয়া যায়। আর এটি নেয়া হয়েছে ঐতিহ্যবাহী ইংরেজী ভাষায় লিখিত বাইবেল থেকে। অনেক ইংরেজী বাইবেলে এই নামটিকে ইহাহোয়ে Yahwer নামে উল্লেখ করা হয়েছে। হিব্রুভাষায় যীশু নামটিকে অমরান্তরিত করা হয়েছে ইয়েসূয়া নাম থেকে, অথবা প্রভু অথবা ঈশ্বর বলা হয়, অথবা এদেরকে একসঙ্গে মিলিত করে ব্যবহার করা হয়। এই স্বর্গীয় নামটি অনুবাদ করা হয়েছে- "আমি যে আছি সেই আছি" হিসেবে এবং এই গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল এটা মনে করে যে যিহোবা এভাবে স্ব-স্থায়ী এবং সৃষ্টি, রা এবং ভবিষ্যতবাণী করার অর্থে সবকিছুকে স্থায়ী করেন। এটি ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যকে একটি সামঞ্জাস্যপূর্ণ দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে নিখুঁত ভাবে বর্ণনা দেয় যেমন করে সবকিছুরই একটি প্রমাণ থাকার প্রয়োজন আছে, যদিও তাঁর ক্ষেত্রে এরকম কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁর কোন শুরু নেই এবং তিনি একজন প্রতিজ্ঞা-রক্ষাকারী ঈশ্বর।

আমরা আশা করি এ'বইটি ব্যক্তিগত অধ্যয়নের জন্য উপকারী হবে, যেখানে একটি গভীর উপলব্ধি অর্জনের জন্য হাইপারলিংগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে এবং বরাবর অনুসরণ করা যাবে তখনই যখন বাইবেলের অডিও ভার্সন শ্রবণ করা হবে। ১৩ সপ্তাহের একটি সেমিস্টারগতভাবে অধ্যয়ন করার জন্যও এটিকে যোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। প্রথম সপ্তাহে বাইবেলের অনুপম বৈশিষ্ট্য যথাযথ ভাবে উপলব্দি করার অধ্যায়টি অধ্যয়ন করা যাবে এবং বালু-ঘড়ি চার্ট শেষের দিকে ব্যবহার করা যাবে। আর এতে বাইবেলের উপর সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বর্ণনার সারাংশ শেষ করা যাবে। তারপর অবশিষ্ট প্রত্যেকটি সপ্তাহে বোল্ড কালো রংয়ের বক্সের মধ্যে সাদা সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত পুরাতন এবং নূতন নিয়মের সমগ্র বাইবেলের উপর একটি পুনরালোচনা শেষ করা যাবে। হালনাগাদ করা হাইপারলিংকগুলো নির্দিষ্ট সময় পরপর সর্বশেষ পিডিএফ ভার্সনে রূপান্তর ওয়েব সাইটে পোস্ট করা হয়, সাথে থাকে পাওয়ার পয়েন্ট ফাইলগুলোও। এসবই থাকে শ্রেণীকরে প্রজেক্টরে ব্যবহারের জন্য। আর এসব জিনিস http://2008biblebrief.com/ ওয়েবসাইট থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যায়। আমরা আশা করি ২০০৮ বাইবেলের সার-সংক্ষেপ আশীর্বাদ সরূপ হবে। biblebrief@sbcglobal.net ঠিকানায় আমাদের কাছে আপনার মন্তব্য পাঠালে আমরা সবসময় স্বাগতম জানাব।

১। বাইবেলের অনুপম বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করা।

বাইবেল অনেক বড় বড় প্রশ্নের উত্তর দেয় যা মানুষের মর্যাদা এবং মূল্যের জন্য অপরিহার্য এবং স্বয়ং ঈশ্বরের সাথে আমাদের একটি সম্পর্কের দুয়ার খুলে দেয়, যা আমাদের চিরস্থায়ী গন্তব্যস্থলকে প্রভাবিত করে। আজকে এটা যেমন ভাবে প্রয়োজনীয় পূর্বে তেমন ভাবে কখনই প্রয়োজনীয় ছিল না। কারণ আমাদের অতিরিক্ত উম্মত্ততা এবং তার মধ্যে অনিয়মিত ভাবে গড়ে ওঠা প্রযুক্তি বিদ্যার ফল বা প্রভাব। আর এটার বুদ্ধি ভিত্তিক কোন কারণ না থাকায় নিজেদের স্বার্থের উর্দ্ধে কোন নৈতিকতা নেই, টিকে থাকার কোন অর্থ নেই এবং কোন স্থায়ী আশা নেই, ফলে আমাদের জীবনে সৃষ্টি হয়েছে হতাশা এবং নৈরাজ্য। কিন্তু আমরা কি ঐসব সমাধান এবং প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করতে পারি যা আমরা বাইবেলে পাই?

প্রাচীনকাল থেকে বাইবেল জগতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে এবং আজও সেই জায়গা ধরে রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি কিছু কিছু নিন্দাকারী মেনে নিয়েছেন যে সকল তথ্যাভিজ্ঞ লোকের এ বিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সুপরিচিত হওয়া প্রয়োজন। যে সব কপি ছাপান হয়েছে বা হচ্ছে এবং যে সব ভাষা-উপভাষায় এটি অনুবাদ করা হয়েছে এবং বিতরণ করা হয়েছে তা নিয়ে দ্বিধা রয়েছে। কিছু কিছু ভাষাকে ছাপানোর কাজে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে যাতে লোকেরা তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় বাইবেল পেতে পারেন।

অসাধারণ দাবীসমূহ

এটা বলা হয়েছে যে অসাধারণ দাবীর জন্য অসাধারণ প্রমানের প্রয়োজন রয়েছে, এবং বাইবেলে নিশ্চিত ভাবে কতগুলো অতিগুরুত্বপূর্ণ দাবী রয়েছে। উদাহারণস্বরূপ- দাবী করা হয়েছে, বাইবেল ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় লেখা হয়েছে এবং বাইবেলের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় দাবী করা হয়েছে যে, যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র। জগতের কোন ধর্মের কোন নেতাই দাবী করেন নাই যে তিনি হলেন ঈশ্বরের আদি হতে বিদ্যমান সেই বাক্য যিনি মানবরূপে মূর্তিমান হয়েছেন এবং সেই দাবী প্রমাণ করেছেন বিভিন্ন ভবিষ্যৎবাণীর পূর্ণতার মাধ্যমে যা শত শত বছর পূর্বে করা হয়েছিল। আর তিনি এসবের পূর্ণতা দিয়েছেন একটি আশ্চর্যকর এবং নিষ্কলুষ জীবন যাপন করে এবং তিনি মৃত্যুকে জয় করা ও তাঁর নিজ পুনরুত্থাণের বিষয় ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন এবং সেই ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণতা পেয়েছে। অতএব আসুন আমরা আরো কিছু প্রমাণের দিকে আলোকপাত করি।

বাইবেল এমন একটি গ্রন্থাগার যেখানে ডজন ডজন লোকেরা ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় অনেক বই লিখেছিলেন। আর এসব লেখকগণের মধ্যে রাজা থেকে শুরু করে পন্ডিত, কৃষক এবং জেলে পর্যন্ত ছিলেন এবং তারা কয়েকশ বছরেরও অধিক সময়ে তা লিখেছিলেন। খ্রীষ্টিয়নগণ নূতন নিয়ম লেখার আগেই, প্রথম অংশ যাকে পুরাতন নিয়মে বলা হয় তা যিহূদীদের কাছে সংরক্ষিত ছিল। যাতে লেখার সময়ে কোন ধরনের বিরোধ সৃষ্টি না হয়। প্রাচীন যিহূদী ঐতিহাসিক যোষেফাস তার লিখিত বই এগেইনস্ট আপিয়নের (Against Apion) প্রথম খন্ডের অষ্টম অধ্যায়ে এ বিষয়ে কথা বলেছেন, যা খুবসম্ভব ৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এভাবে লিখেছেন ঃ

"কেননা দ্বিমত পোষণ করে এবং বাকবিতন্ডা সৃষ্টি করে, আমাদের (যিহুদীদের) মাঝে এরকম অসংখ্য পুস্তক নাই, যেমন গ্রীকদের আছে, কিন্তু কেবলমাত্র ২২টি পুস্তক রয়েছে, যাতে অতীকালের সব ইতহিাস আছে ; যে পুস্তকগুলোকে ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত বা স্বর্গীয় বলে বিশ্বাস করা হয়; অর ঐ পুস্তকগুলোর মধ্যে পাঁচটি পুস্তক মোশীর, যাতে আছে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার বিধানসমূহ এবং মানুষের সৃষ্টির বিষয় পরম পরাজাত মতবাদ বা ঐহিত্য। তার মৃত্যুর পর যে সব ভাববাদী এসেছেন তারা ১৩ টি পুস্তক লিখেছিলেন যার মধ্যে আছে তাদের সমসাময়িক ঘটনাবলী। অবশিষ্ট চারটি পুস্তক রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসাগীত, এবং মানবজীবনের আচরণের জন্য বিভিন্ন মতবাদ"।

এসব পুস্তক, আধুনিককালের বাইবেলের পুরাতন নিয়মের অনুরূপ যেমন করে অনেকগুলো ছোট ছোট পুস্তক পূর্বে একই চামড়ায় একসঙ্গে পেঁচিয়ে রাখা হত। নূতন নিয়মের বেলায় একই কথা প্রযোজ্য, যেমন করে বিভিন্ন প্রাচীন তালিকায় পাওয়া যায় যেমন মারাটোরিয়ান ফ্ল্যাগমেন্ট। আর এটি সম্ভবত ১৭০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়।

রাজা এবং পুরোহিতবর্গ এমনকি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মারাত্মক পতনের কাহিণী শুনে আমরা অনেক সময় বিরক্ত হতে পারি। কারণ সেখানে সমগ্র জাতি সম্পর্কে তেমন কিছু লেখা নেই। যাহোক এই স্পষ্টভাষীতা, প্রকৃত লোক, জায়গা এবং ঘটনার সময়কাল এবং সহায়ক বিষয়সমূহ যা প্রাচীনজগতের অনন্য উৎস থেকে জানা যায় তা এমন প্রমাণ করে যে ঘটনা সঠিক এবং সত্য। বাইবেলে মানুষের জঘণ্যতম পাপপূর্ণ প্রকৃতির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, যা থেকে একমাত্র আমাদের নিষ্কলুষ ত্রাণকর্তা এবং রাজা যীশু খ্রীষ্ট মুক্তি দিতে পারেন। তা সত্ত্বেও বাইবেলকে যদি পরিবর্তন করা যেত তাহলে আপনি আশা করতে পারেন যে ঐ সকল রাজা এবং পুরোহিত তাদের সম্পর্কে এরকম অপমানকর বিবরণগুলির তীব্রতা কমিয়ে আনতেন। নূতন নিয়মের পুস্তকগুলো লেখা হয়েছে সমসাময়িক ব্যক্তি এবং চাক্ষুষ স্বাক্ষীদের দ্বারা এবং যে সকল দৃষ্টিকোণে প্রকাশ করা হয়েছে তা আবারও একটি প্রামাণিক আদি সাক্ষ্য থেকে আপনি সত্যিকারভাবে আশা করতে পারেন।

বাইবেলের লেখাগুলো প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রয়োজন তুলে ধরে এবং নির্দিষ্ট সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনগুলো আমরা অনুভব করতে পারি যা অনেক শতাব্দী ধরে মানুষের মূল্যাবোধের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক মাপকাঠিতে সেগুলোকে অবশ্যই মূল্যায়ন করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, গোষ্ঠীপ্রধান এবং বিচারকর্ত্তৃগণের সময়ে বিভিন্ন উপজাতি সমাজের লজ্জা এবং সম্মানের সংস্কৃতির মধ্যকার পার্থক্য আপনি দেখতে পারেন যা ভাল কিছু দেখার উপর আলোকপাত করে, এবং রাজাদের এবং বন্দিজাতির সময় বিভিন্ন সাম্রাজ্যের ভয় এবং ক্ষমতার সংস্কৃতি ভাল কিছু অনুভব করার উপর আলোকপাত করে, এবং খ্রীষ্টের অধিনে ঈশ্বরের রাজ্যে দোষ এবং ধার্ম্মিকতার সংস্কৃতি ভাল কিছু করার উপর আলাকপাত করে।